প্রথম আলো

তারিখ 09 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

চার কোটি শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তায়

শরিফুজ্জামান ●

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় আটকে গেছে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। বছর শুরু হলেও ক্লাস কবে, কীভাবে শুরু হবে, তা নিয়ে সারা দেশে রয়েছে উৎকণ্ঠা।

সরকারি হিসাবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন কোটি ৭৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬৭২। বার্ষিক পরীক্ষার ফল নিয়ে তারা উঁচু ক্লাসে উঠেছে, প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বই পেয়ে ক্লাসে বসার স্বপ্ন দেখছে। এদের হাতে পৌঁছে গেছে ২৯ কোটি ৯৬ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩৮ কপি বই।

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে জানা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে অভিভাবকেরা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না। শিক্ষকেরাও শিশুদের স্কুলে উপস্থিত হতে বলছেন না। সবাই তাকিয়ে আছেন সরকার ও বিরোধী দলের দিকে। সবার আশা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হলে আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

এই সমঝোতা কবে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয় বর্তমান ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এই পরিস্থিতির অবসান কবে, কীভাবে হবে তা বলা মুশকিল। তবে শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেয়েছে, বিদ্যালয়ে যেতে চায়। তাদের উৎসাহ ধরে রাখতে লেখাপড়া পুরোদমে চালু করতেই হবে। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী আশাবাদী যে, হরতাল-অবরোধ ডাকলেও রাস্তায় যানজট হচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদেই শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক বলেন, শিক্ষার্থীদের ক্ষতি কেউ চাইবে না, বিএনপিও চায় না। কিন্তু টানা আন্দোলন ছাড়া বিরোধী দলের সামনে কোনো বিকল্প নেই। কারণ, রাজনৈতিক সংকট ও শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ সরকারই সৃষ্টি করেছে। সরকার আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি সামনে এনে রাজনীতি করছে।

শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বলছেন, তাঁরা রাজনীতির মারপ্যাঁচে পড়তে চান না। গত বছর পাঠ্যবই পুরোপুরি পড়ানো যায়নি, অনেক প্রতিষ্ঠানে আংশিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সরকারি ছুটি হিসাব করে দেখা গেছে, বিদায় বছরে ২০০ দিনেরও বেশি বন্ধ ছিল অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। হরতাল, অবরোধ ও সহিংসতার মধ্যে একটা প্রতিকূল অবস্থায় শেষ হয়েছে চারটি পাবলিক পরীক্ষা, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

“এ পরিস্থিতির অবসান কবে, কীভাবে হবে বলা মুশকিল। তবে প্রয়োজনের তাগিদেই শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে যাবে

নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষামন্ত্রী

“শিক্ষার্থীদের ক্ষতি কেউ চাইবে না, বিএনপিও চায় না। কিন্তু টানা আন্দোলন ছাড়া বিরোধী দলের সামনে কোনো বিকল্প নেই

ওসমান ফারুক, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী

“এত বেশি অসহায় কখনো বোধ করিনি। আমরা নীরব দর্শক, এখন শুধু শিশু-কিশোরদের মঙ্গল কামনা করতে পারি

রাশেদা কে চৌধুরী
সাবেক উপদেষ্টা

চার কোটি শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভর্তি পরীক্ষা। নতুন বছরেও এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ মিলবে কি না, তা নিয়ে হতাশ শিক্ষক-অভিভাবকেরা।

বেসরকারি সংগঠনগুলোর মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'লেখাপড়া নিয়ে এত হতাশ আগে কখনো হইনি। এত বেশি অসহায় কখনো বোধ করিনি। আমরা নীরব দর্শক, এখন শুধু শিশু-কিশোরদের মঙ্গল কামনা করতে পারি।'

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক এই উপদেষ্টা বলেন, আগে যেকোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির আগে পরীক্ষার বিষয়টি অন্তত চিন্তা করা হতো। এখন এই চিন্তাও কেউ করে না। তবে চূড়ান্তভাবে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের।

এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয়টি এখন অভিভাবকদের মুখে মুখে। *প্রথম আলো* কার্যালয়ে প্রতিদিনই ফোন আসছে। তাঁরা জানতে চাইছেন শিক্ষার ভবিষ্যৎ কী: একটি বেসরকারি ব্যাংকের মিরপুর শাখার কর্মকর্তা রুবিনা আকতার খানম বলেন, তাঁর মেয়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ধানমন্ডি শাখায় পড়ে। কবে ক্লাস শুরু হবে জানেন না, রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর সাহস পাচ্ছেন না তিনি।

নতুন বই পাওয়া প্রায় সবার মধ্যেই এখন স্কুলে যাওয়ার তাগিদ। ঘরে থাকতে থাকতে শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিরক্ত ও অস্থির হয়ে উঠেছে। রাজশাহী গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের সহকারী শিক্ষিক আজমিরা খাতুন বলেন, হরতাল-অবরোধ থাকবে না, এটা শুনলেই ছেলে লাফ দিয়ে বলে, কী মজা কাল স্কুল হবে।

একাধিক শিক্ষক জানান, বছরের শুরুতে বিদ্যালয়ে অনেক কাজ থাকে। শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর আগে খেলাধুলা, পিকনিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষা সফরের মতো অনুষ্ঠানগুলো হয়ে থাকে। কিন্তু এবার সেগুলো করা যাচ্ছে না। এ ছাড়া সিলেবাস তৈরি, রুটিন প্রণয়নসহ শিক্ষার ধারাবাহিক কার্যক্রমেও বিঘ্ন ঘটছে।

আগামী মাসে (ফেব্রুয়ারি) শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা, এপ্রিলে উচ্চমাধ্যমিক। এই দুটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ক্লাস, কোচিং ও প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটছে। কলেজ শিক্ষায় নেতৃত্ব দেওয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনিতেই সেশনজট বিদ্যমান। বারবার পরীক্ষা পেছানোর কারণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রায় ১৪ লাখ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। সরকারি প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট শুরু হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেমিস্টার ঠিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, তাঁর ছেলে নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে ক্লাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অবরোধের মধ্যেও ক্লাস-পরীক্ষা হবে। ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে প্রায় দিনভর দুশ্চিন্তায় থাকেন তিনি।

একাধিক অভিভাবকের প্রশ্ন: একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু ওই এলাকার ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা করে না। সাভার, নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ থেকেও ছেলেমেয়েরা ঢাকায় এসে পড়াশোনা করে। সন্তানকে অনিশ্চয়তার মধ্যে স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্তে থাকবেন কীভাবে?